দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 DEC 1992
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

৭৫

27

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ককটেল বিস্ফোরণ

(বিশ্ববিদ্যালয়সংবাদদাতা)

জাহাঙ্গীরনগর, ১লা ডিসেম্বর।– জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকাল রাতে ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কারণ দর্শাও নোটিশের খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে এ উত্তেজনা দেখা দেয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকায় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরিত হয়। আবাসিক এলাকাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে এখন পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ প্রহরা রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত রাত ১১টার দিকে আলবেরুনী হলের পদত্যাগ–কারী প্রাধ্যক্ষ ডঃ গোলাম হোসেনের বাসভবনের সামনে কে বা কারা কয়েকটি ককটেল নিক্ষেপ করে ও ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। ঘটনার ঘন্টাখানেক পরই ঢাকা জেলা পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ডঃ গোলাম হোসেনের বাসভবনে যান এবং ভোর রাত পর্যন্ত সেখানেঅবস্থানকরেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট আগামীকাল বুধবারের মধ্যে গত শুক্রবারের অপ্রতিকর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলেও আজ রাত পর্যন্ত আবাসিক হলের কর্মকর্তারা কেউই তাদের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করেননি। গত শুক্রবারের ঘটনায় দোষী ছাত্রের শাস্তি না হওয়া, হল থেকে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের বহিষ্কার ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার না করা পর্যন্ত তারা কাজে ফিরে যাবেন না বলে জানা যায়।

ছাত্রদল সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন ও ছাত্রদল নেতা আবু ইউসুফ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই কারণ দর্শাও নোটিশের লিখিত জবাব দিয়েছেন। আগামীকাল সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারী কমিটির সভায়ও তারা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। ওই সভায়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামীকাল দুপুর ২টায় অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেটের জরুরী সভায় তা অনুমোদনের জন্যে প্রেরণ করা হবে।

এদিকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও জাকসু আজ ছাত্রদলের ২ জন নেতার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারির প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে। বিক্ষোভ মিছিলশেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা গত শুক্রবারের ঘটনার জন্যে ডঃ গোলাম হোসেনকে দায়ী করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুসংখ্যক শিক্ষক তাদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই সকলে পদত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম অচল করে দিয়েছেন। বক্তারা শিক্ষকদের একটি বিশেষ অংশের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।